PRINT

সমকাল

প্রিয় ক্যাম্পাসে ফিরলেন জাফর ইকবাল

আর যেন কেউ বিভ্রান্ত না হয়

১১ ঘণ্টা আগে

সমকাল প্রতিবেদক

প্রিয় ক্যাম্পাসে ফিরে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল বলেছেন, 'আমার খুব ভালো লাগছে ক্যাম্পাসে ফেরত এসে। মনে হচ্ছিল, প্রথমে আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েদের নিজে এসে বলি যে, আমি ভালো আছি। এরপর ঢাকায় ফিরে গিয়ে বিশ্রাম নেব। এ দুর্ঘটনা না ঘটলে আমি কখনই টের পেতাম না যে, বাংলাদেশের মানুষ আমাকে এত ভালোবাসে।'

গতকাল বুধবার দুপুর দেড়টার দিকে ক্যাম্পাসে ফিরে নিজের বাসভবনে প্রবেশের আগে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন মুহম্মদ জাফর ইকবাল। ১২ দিন ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসার পর বুধবার সকালে ছাড়া পান তিনি। ক্যাম্পাসে ফিরে বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্তমঞ্চে বক্তব্য দেন জাফর ইকবাল। যেখানে গত ৩ মার্চ ফয়জুর রহমান ওরফে ফয়জুল ওরফে শফিকুরের হামলার শিকার হয়েছিলেন তিনি। ক্যাম্পাসে মেয়েদের বাইসাইকেলের একটি বহর প্রিয় 'জাফর স্যার'কে নিয়ে যায় মুক্তমঞ্চের দিকে। এ সময় হাজারো শিক্ষার্থী হাততালি দিয়ে তাকে স্বাগত জানান।

জাফর ইকবাল বলেন, 'হামলাকারীর ওপর আমার মনে বিন্দুমাত্র প্রতিহিংসা বা রাগ নেই। বরং এক ধরনের মায়া আছে, করুণা আছে। একজন মানুষ মনে করছে, সে যদি আমাকে মেরে ফেলতে পারে, তাহলে সে বেহেশতে যাবে, তার মাথায় এ কথা ঢোকানো হয়েছে। বিভ্রান্ত হয়ে সে এসব করেছে। আমি চাই, আর যেন কেউ বিভ্রান্ত না হয়।'

জনপ্রিয় এই লেখক বলেন, 'একজন মানুষ কতটা দুঃখী হতে পারে যে, সে ভাবছে, আরেকজন মানুষকে হত্যা করে সে বেহেশতে যেতে পারবে। মানুষের সঙ্গে মানুষের ভালোবাসা, সুন্দর পৃথিবীর কিছুই সে জানে না, কিছুই সে দেখে না।' সাবেক মাদ্রাসাছাত্র ফয়জুলের মতো এ ধরনের চিন্তা-ভাবনার মানুষ তার আশপাশে আরও অনেক আছে বলে মনে করেন জাফর ইকবাল।

ছাত্র-শিক্ষকদের ওই সমাবেশে তিনি বলেন, 'আমি নিশ্চিত, ফয়জুর শুধু একা নয়, তার মতো আরও অনেকে আছে, এখানেই হয়তো দাঁড়িয়ে আছে। যে নাকি আমার দিকে তাকিয়ে আছে আর ভাবছে পারলাম না, আরেকবার অ্যাটেমপ্ট নিতে হবে।'

উগ্রপন্থিদের আলোচনায় বসার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যদি কোনো বিভ্রান্তি থাকে তাহলে আস, শুধু অস্ত্রটা বাসায় রেখে এসো। সামনাসামনি আমার সঙ্গে

কথা বল প্লিজ, তোমার মনে যে বিভ্রান্তি আছে, তা নিয়ে আমার সঙ্গে কথা বল। আমি জানতে চাই, আমি শুনতে চাই। কোরআন শরিফে বলা আছে, তুমি যদি একজন মানুষকে মার, তুমি যেন সমস্ত মানবজাতিকে হত্যা কর। তাহলে একজন মানুষ যদি কোরআন শরিফ পড়ে তাহলে কী করে সে একজন মানুষকে হত্যা করে?'

তিনি আরও বলেন, আমি যখন বেঁচে ফিরে এসেছি আমার শুধু বারবার ঘুরেফিরে অভিজিতের কথা মনে পড়ছে। আমার ছাত্র অনন্তের কথা মনে পড়ছে, নিলয়ের কথা মনে পড়ছে, দীপনের কথা মনে পড়ছে, ওয়াশিক ও হুমায়ুন আজাদ স্যারের কথা মনে পড়ছে। তারা আস্তে আস্তে স্মৃতি হয়ে গিয়েছে। আমার নামটাও ওদের সঙ্গে যুক্ত হতে পারত, তবে হয়নি। তাদের পরিবার-পরিজনের প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। বক্তব্যের শেষে তিনি সিএমএইচ ও ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষার্থীদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

জাফর ইকবাল বলেন, 'কে তোমাদের বিভ্রান্ত করে? কে তোমাদের বুঝিয়েছে? যারা তোমাদের বুঝিয়েছে তারা নিশ্চিন্তে আরামে বসে আছে। তাদের ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করছে। তুমি জেলখানায় আছ, রিমান্ডে আছ। তোমার বাবা-মা-ভাই-বোন রিমান্ডে আছে। এটা কি একটা জীবন হলো? কেন এই জীবন বেছে নিয়েছ?'

সিলেটে ফেরার আগে ঢাকায় সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে জাফর ইকবাল বলেন, এখন তিনি শারীরিকভাবে সুস্থ রয়েছেন। তার বাম হাতে ব্যান্ডেজ ও মাথায় টুপি পরে ছিলেন তিনি। এর কারণ ব্যাখ্যায় বলেন, 'আমার মাথায় চারটি আঘাত ছিল। এ কারণে ছেলেমানুষের মতো টুপি পরে এসেছি, যাতে ওগুলো দেখা না যায়। সেগুলোর স্টিচ খুলে দেওয়া হয়েছে। ডাক্তার এখন বিশ্রাম করতে বলেছেন।'

জাফর ইকবালের স্ত্রী অধ্যাপক ইয়াসমিন হক বলেন, সকালে আমার মেয়ে বলছিল আজকে কেমন যেন উৎসব উৎসব লাগছে। কিন্তু তোমরা তাদের কথা চিন্তা করে দেখো, এমন হামলার শিকার হয়ে যারা ফিরে আসেনি। এ ঘটনার পর আমি একদিনও কাঁদিনি। অনেক বড় বড় মানুষ কাঁদছিলেন, আমার কাঁদার সময় ছিল না। জাফর ইকবাল আমাকে অনেক আগে থেকেই বলত, দেশের মানুষের কাছ থেকে যে ভালোবাসা পেয়েছে তা কীভাবে রিটার্ন করবে সে। সারাদেশ থেকে যে ভালোবাসা পেয়েছে, সত্যিই রিটার্ন করা যাবে না। আজকে আমরা মুক্তমঞ্চে দাঁড়িয়ে আছি। জাফর আমাকে বলত, আমার কণ্ঠ প্রথম শুনবে ছাত্ররা। তখন সিদ্ধান্ত নিই প্রথম কথা বলব মুক্তমঞ্চে। এ সময় তিনি অতিদ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান।

শাবি উপাচার্য ফরিদ উদ্দিন আহমেদ বলেন, আমরা জানি জাফর ইকবাল আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্র্যান্ডনেম। আমরা বাইরে গেলে বলি, আমরা জাফর ইকবালের বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করি।

সাংবাদিক আবেদ খান বলেন, জাফর ইকবালের 'জাফর ইকবাল' হয়ে ওঠার পেছনে ইয়াসমিনের অনেক বড় ভূমিকা আছে। এ ক্যাম্পাসের প্রতিটি ছেলেমেয়ের মুখে আমি জাফর ইকবালকে দেখি। জাফর ইকবাল হতে পারা মানেই একজন সৎ চিন্তাসম্পন্ন একটা মানুষ হওয়া।

শিক্ষার্থী ফয়সাল আহমেদ বলেন, স্যার বলতেন তোমার মাথার ভেতর যে মস্তিস্কটা আছে সেটা ব্যবহার করতে শেখো। এটাই গুরুত্বপূর্ণ। আরেক শিক্ষার্থী ইয়াসির বলেন, মুক্তিযুদ্ধে যেমন ধর্মের দোহাই দিয়ে শিল্পী-সাহিত্যিকদের হত্যা করা হয়েছিল, তেমনি এখন একই দোহাই দিয়ে এক এক করে জঙ্গিরা মানুষ হত্যা করছে।

মুক্তমঞ্চে অনুষ্ঠান শেষে অধ্যাপক জাফর ইকবাল অতিথিদের সঙ্গে আইআইসিটি ভবনে বিভাগের শিক্ষকদের সঙ্গে সভা করতে যান। সেখানে তিনি শিক্ষার্থীদের আঁকা প্রতিবাদী স্কেচগুলো দেখেন। এ সময় শিক্ষার্থীরা অধ্যাপক জাফর ইকবালের সুস্থতা কামনা করেন। বিভাগের সভা শেষে আইআইসিটি ভবনের সামনে মোম প্রজ্বালন ও মোমবাতি মিছিল করেছে সাধারণ শিক্ষার্থীরা। এ সময় শিক্ষার্থীরা হাতে মোমবাতি নিয়ে ড. জাফর ইকবালকে বাসা পর্যন্ত এগিয়ে দেন।

বুধবার দুপুরে নভোএয়ারের একটি ফ্লাইটে সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছলে জাফর ইকবালকে স্বাগত জানান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ফরিদ উদ্দিন আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ মো. ইলিয়াস উদ্দীন বিশ্বাস, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (সিএসই) বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক মো. রেজা সেলিমসহ অনেক শিক্ষার্থীও। দুপুর দেড়টার দিকে স্ত্রী অধ্যাপক ইয়াসমিন হক, মেয়ে ইয়েশিম ইকবালকে নিয়ে ক্যাম্পাসে ফেরেন জাফর ইকবাল।

৩ মার্চ শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠান চলাকালে জনপ্রিয় লেখক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল হামলার শিকার হন। এরপর উন্নত চিকিৎসার জন্য জাফর ইকবালকে ঢাকার সিএমএইচে আনা হয়। তার ওপর হামলার ঘটনায় দেশব্যাপী নিন্দার ঝড় বয়ে যায়।

© সমকাল 2005 - 2017

সম্পাদক : গোলাম সারওয়ার । প্রকাশক : এ কে আজাদ

১৩৬ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা - ১২০৮ । ফোন : ৮৮৭০১৭৯-৮৫, ৮৮৭০১৯৫, ফ্যাক্স : ৮৮৭০১৯১, ৮৮৭৭০১৯৬, বিজ্ঞাপন : ৮৮৭০১৯০ । ইমেইল: info@samakal.com